দৈনিক বাংলা

তারিখ 16 JUN 1988

পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

1/1

শিক্ষা তথ্য ও পরি
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খালি পদ

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে দীর্ঘদিন থেকে পদোন্নতি এবং বদলির ক্ষেত্রে অনিয়মের কথা আমরা শুনে আসছি। পদোন্নতির জন্য যোগ্য ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও উচ্চ পদগুলিতে পদোন্নতি প্রদানে দীর্ঘসূত্রতা যেন একটি স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়েছে। সরকারী কলেজগুলিতে বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ পদ শূন্য পড়ে থাকে। এমন কি অধ্যক্ষের পদও খালি পড়ে থাকে। অনেক যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষক/শিক্ষিকা ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে অবশেষে অবসর গ্রহণ করেন। অনেকে পদোন্নতির স্বাদ গ্রহণের পূর্বেই ইহজগৎ ত্যাগ করেছেন এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। এই সবকিছুই ঘটে যথাসময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করার কারণে। এতে শিক্ষক/শিক্ষিকাদের মধ্যে হতাশা বিরাজ করে যার ফলে নিজের পেশার প্রতি সুবিচার করতে পারেন না। স্বাভাবিকভাবেই ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় অপূরণীয় ক্ষতি হয়। আর আমাদের মত অসহায় অভিভবকেরা ছেলেমেয়েদের কলেজের পাঠিয়ে দুশ্চিন্তামুক্ত হতে পারি না। পরিণতিতে আয়ের সিংহভাগ প্রাইভেট শিক্ষকের পিছনে খরচ করতে বাধ্য হই।

জানতে পারলাম যে অল্প কিছু দিন আগে শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রায় একশত জন শিক্ষক/শিক্ষিকাকে নিজ বেতনে উচ্চপদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এটা অনেকটা সুখবরের মতো শুনালেও বাস্তবে নাকি এই নিয়োগ অধিকাংশ শিক্ষক/শিক্ষিকার মনে তীব্র ক্ষোভ ও হতাশার সৃষ্টি করেছে। কারণ এই নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকরির জ্যেষ্ঠতা বিবেচিত হয়নি। এমনও শোনা গেছে যে, বেশ কিছুদিন পূর্ব থেকে নাকি এই ধরনের নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। সরকারী কলেজগুলিতে এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টির কারণ বুঝতে আমরা অক্ষম। তবে আমার মতো অভিভাবকদের একান্ত প্রত্যাশা এই যে ছেলেমেয়েকে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে আমরা যেন এ ব্যাপারে একটু নিশ্চিন্ত হতে পারি যে তাদের পড়াশোনা নির্বিঘ্নে এবং ভালোভাবেই চলবে।

এ বিষয়ে শিক্ষা বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এ সালাম,
রূপপুর আমিনপুর কুমিল্লা।

গবেষণা ও শিক্ষকতায় ভালো ছাত্রদের অনীহা

গবেষণায় ও শিক্ষকতায় আগের মতো ভাল ছাত্ররা আর এগিয়ে আসছেনা। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষককে এবং গবেষকদের পুলিশ ব্যাংক প্রশাসন ইত্যাদির মতো ঝামেলা যুক্ত চাকরিতে নিয়োজিত থাকতে দেখা যাচ্ছে। কৃষি (সম্মান) এর ছাত্ররা গবেষণা এবং তাদের নিজ নিজ পেশা থেকে অন্য পেশায় অধিক হারে ঝুঁকছে। এর কারণ হিসাবে বলা যায় যে তাদের স্ব স্ব পেশার চেয়ে প্রশাসন সচিবালয় পররাষ্ট্র ইত্যাদি বিভগের চাকরি অনেক আকর্ষনীয় এবং এসব ক্ষেত্রে সুযোগসুবিধা বেশী আর প্রমোশনও হয় তাড়াতাড়ি। উল্লেখ্য যে ৮ম বিসিএস ও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক তরুণ শিক্ষক বিসিএস সাধারণ ক্যাডারে চলে যেতে দেখা যাচ্ছে। গবেষণায় ও শিক্ষকতায় ভালো ছাত্রদের না আসা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। কারণ এতে একদিকে যেমন শিক্ষার মান দিন দিন কমছে তেমনি অন্যদিকে গবেষণার ক্ষেত্রেও তেমন উল্লেখযোগ্য উন্নতি হচ্ছে না। আগে কোন বিভাগের প্রথম ছাত্রটি শিক্ষকতায় এগিয়ে আসতো। কিন্তু বর্তমানে প্রথম শ্রেণী পাওয়া ছাত্রটি গবেষণা কিংবা শিক্ষকতায় আর আসছে না। এদিকে গবেষক ও শিক্ষকদের উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশ যাওয়ার সুযোগ সুবিধাও সীমিত হয়ে পড়ছে। গবেষণায় কিংবা শিক্ষকতায় ভালো ছাত্রদেত কিভাবে ফিরিয়ে আনা যেতে পারে যথাযথ ভাবে তা বিবেচনার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সৈয়দ মোহাম্মদ সালাউদ্দীন
বিএসসি (সম্মান) কৃষি
২২১ শেরে বাংলা হল
বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউট।